بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

ইসলামের প্রকৃত বাণী আমেরিকা এবং সারা বিশ্বে কষ্টকরে সঠিকভাবে পৌঁছানো এটি আমাদের দায়িত্ব।

ফিলাডেলফিয়া, বালটিমোর এবং ভার্জিনিয়ায় তিনটি মসজিদ এবং গুয়েতামালায় হিউম্যানিটিফার্সেটের হাসপাতালের উদ্বোধন এবং এটিকে কেন্দ্র করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমবেত অতিথিদের ঈমান উদ্দীপক প্রভাব

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ১৬ই নভেম্বর ২০১৮-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:

গত জুমু'আয় যেহেতু তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করতে হয়েছে,তাই আমি আমার আমেরিকা এবং গুয়াতেমালার সম্প্রতি সফরের উল্লেখ করি নি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এসব সফরের গভীর ইতিবাচক ফলাফল দেখা যায়। আপন-পর সবার সাথে সম্পর্কে র নিরিখেও আর জামাতী ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকেও সরাসরি দেখা এবং জানার কারণে অনেক বিষয়ে আমি অবগত হতে পারি। এর তিনটি বড় উপকারিতা হলো, এসব দেশের শিক্ষিত শ্রেণী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ হয়ে যায়, সাক্ষাতের মাধ্যমেও আর মসজিদের উদ্বোধন এবং সংবর্ধনা ইত্যাদির মাধ্যমেও। দ্বিতীয়ত মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের পরিচিতি ও প্রকৃত শিক্ষা মানুষ জানতে পারে। তৃতীয় বড় কথা হলো, জামাতের সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং পরিচিতি লাভ হয়।

হুজুর (আই.) বলেন, আমেরিকার এই সফরকালে আল্লাহ্ তালার কৃপায় তিনটি মসজিদ উদ্বোধন করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে, আল্লাহ্ তালা এসব মসজিদকে সবসময় নামাযীতে পরিপূর্ণ রাখুন। আর জামা'তের সদস্যদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন। শিশু-যুবক-নরনারী সকলেই, যেখানেই আমি গিয়েছি, তারা নিজেদের বেশিরভাগ সময় মসজিদের পরিবেশেইআতিবাহিত করেছে।

হুজুর (আই.) বলেন, এখন সফরের প্রেক্ষাপটে কিছু কথা বলছি। সচরাচর আমেরিকান রাজনীতিবিদ, শিক্ষিত শ্রেণী এবং সাধারণ মানুষও কথা মনোযোগ সহকারে শোনে আর ভালোকথা শোনে, পছন্দ করে আর সাধুবাদ জানায়। ইসলামের প্র কৃত শিক্ষা তাদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে নি। আর যাদের কাছে পৌঁছেছে, জামাতের সাথে যাদের যোগাযোগ রয়েছে তারা ইসলামের বিষয়ে ভালো দৃষ্টিভঙ্গি রাখে। অতএব ইসলামের প্রকৃত বাণী আমেরিকা এবং সারা বিশ্বে কষ্টকরে সঠিকভাবে পৌঁছানোএটি আমাদের দায়িত্ব। ইসলামের প্রকৃত বাণী যেখানে অমুসলিমদের দৃষ্টি উন্মোচনের কারণ হয় আর ইসলামের সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক শিক্ষাকে স্পষ্ট করার কারণ হয় সেখানে তা মুসলমানদের মাঝে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে, অ-আহমদী মুসলমান যারা রয়েছে তারাও বুঝতে পারে যে, প্রকৃত ইসলাম কী! তাই হীনমন্যতার শিকার হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ স্থানে এই অভিজ্ঞতাই হয় আর আমেরিকাতেও হয়েছে যে, অ-আহমদী মুসলমানরা যখন আমাদের কাছে ইসলামের আকর্ষ ণীয় শিক্ষা সম্পর্কে শোনে তখন তাদের মাঝে আত্মবিশ্বাস জন্মে যে, আমাদের কোন প্রকার হীনমন্যতার শিকার হবার প্রয়োজন নেই আর তারা স্পষ্ট ভাষায় একথা স্বীকারও করেছে যে, সত্যিকার অর্থে ইসলামই পৃথিবীর শান্তি এবং সমাধান ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানের প্রতিও ইসলামের শিক্ষাই পথনির্দেশ দিয়ে থাকে।

হুজুর আনোয়ার (আই.) কিছু মেহমানের আবেগ-অনুভূতি বা অভিব্যক্তি করেন, তিনি বলেন- ফিলাডেলফিয়ায় বায়তুল আফিয়াত মসজিদের যখন উদ্বোধন হয়, তাতে কংগ্রেসম্যান সম্মানিত ড্র য়েট ইভান্স সাহেব যোগদান করেন। তিনি খুবই সুন্দর ভাষায় বলেন, আমি আপনাকে এই বড় শহরে স্বাগত জানাচ্ছি, এই শহর যা ভাই-বোনের ভালোবাসা দিয়ে থাকে। ফিলাডেলফিয়ার প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমি একটি মুসলিম জামা'তকে বলতে চাই যে, আপনাদের শান্তির বাণীকে আমরা এখানে স্বাগত জানাই। আমরা আপনাদের সাথে আছি। ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং সহিংসতার বিরুদ্ধে আমরা অতন্দ্র প্রহরী। নিজের

আবেগ অনুভূতি তুলে ধরতে গিয়ে তিনি পুনরায় বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে আপনি অতি উন্নত বার্তা দিয়েছেন। এ মুহূর্তে এমন বাণী খুবই গুরুত্ব পূর্ণ ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমান জামা'ত কেবল আমেরিকার জন্য নয় বরং সমস্ত পৃথিবীর জন্য কতইনা গুরুত্বপূর্ণ।

ফিলাডেলফিয়ার মেয়র জন কেনীও এ কথাই বলেন যে, ফিলাডেলফিয়া শহরের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, এই শহরের মৌলিক নীতিগুলোর একটি হলো, ধর্মীয় স্বাধীনতা। এ ভিত্তিতেইএই শহরের গোড়াপত্তন হয়েছিল। বিভিন্ন জাতি এবং প্রজন্মের সাথে আমাদের সম্পর্ক হলেও এ শহর সবাইকে স্বাগত জানাবে। তিনি বলেন, আমাদের পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করে কাজ করা উচিত, পরস্পরের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করা উচিত। জগদ্বাসীকে এ বার্তা দেওয়া উচিত যে, আমরা মিলে-মিশে থাকতে পারি। আর আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সমস্যারও সমাধান করতে পারি। এটি সত্যিকার অর্থে ইসলামেরই শিক্ষা যা অন্যরা অবলম্বন করছে কিন্তু মুসলমানরা ভুলে যাচ্ছে।

একজন স্থানীয় কাউন্সিলরও অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে আপনার শান্তির বাণী একান্ত আবশ্যক ছিল। বর্তমান অবস্থার দৃষ্টিতে এই বাণী আরও বেশি গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে আপনি যে বার্তা দিয়েছেন যে, প্রতিবেশীর প্রয়োজনে তাদের কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবেন, আমার মতে শুধু ফিলাডেফিয়াতেই নয় বরং পুরো আমেরিকাতেই এই বার্তার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

হুজুর (আই.) বলেন, বাল্টিমোর মসজিদেরও উদ্বোধন হয়েছে। এই মসজিদের নাম হলো বায়তুস সামাদ। বাল্টিমোরের মেয়র সাহেবা আমাদের অভ্যর্থনায় এসেছিলেন। তিনি বলেন, আপনি শান্তির বরাতে কথা বলেছেন। এটি সেই বার্তা যা বর্তমান সময়ের দাবি। শুধু আমাদের শহরেই নয় বরং আমাদের প্রদেশ এবং এর ঊর্ধ্বে গোটা যুক্তরাষ্ট্রে আর সমগ্র পৃথিবীর জন্য এ বার্তার সীমাহীন প্রয়োজন রয়েছে। আমি মনে করি সবারই এ বাণী শোনা উচিত। আমরা যদি শুনি তাহলে বুঝতে পারব পৃথিবীর সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো শান্তি আর তখনই আমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে শিখব।

বাল্টিমোরে বিশ্ব বিদ্যালয়ের এক প্র ফেসর তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, এটি একটি অসাধারণ বাণী ছিল যার মাধ্যমে সমাজে আমরা গুরুত্ব পূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করতে পারি। আমেরিকার পরিবেশে এ বাণী খুবই গুরুত্ব পূর্ণ। এই অসাধারণ বাণী আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

জেলা 'ফোর্টি এইট' বা '৪৮' থেকে প্রাদেশিক প্রতিনিধি এসেছিলেন। তিনি বলেন, এই বার্তা শুনে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। এমন পরিস্থি তিতে খুব আনন্দের বিষয় হলো, আপনি আমাদেরকে আমাদের দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষ ণ করেছেন। আপনি আমাদেরকে বলেছেন, সবাইকে ভালোবাস, কারো প্রতি ঘৃণা রেখো না। এই কথাগুলোরই আজকে আমাদের অধিক প্রয়োজন। আমরা নিজেরা চেষ্টা করে সমাজের কল্যাণের জন্য যত কথাই বলি না কেন তার ততটা প্রভাব পড়ে না যতটা প্রভাব জামা'তে আহমদীয়ার ইমামের উপস্থিতির ফলে সৃষ্টি হয়েছে। আর এইমুসলমান জামা'ত শুধু এখানেই নয় বরং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

'ফর্টি ওয়ান' বা '৪১' জেলার প্রাদেশিক প্রতিনিধি ছিলেন বেলাল আলী সাহেব, তিনি একজন মুসলমান। তিনি বলেন, আপনি যে বার্তা দিয়েছেন তা এখানকার প্রত্যেকের মাঝে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। পারস্পরিক ঐক্য, সমঝোতা, ভালোবাসা এবং স্নেহের পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই বার্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম সম্পর্কে যে সংকোচ ও সংশয় রয়েছে তা দূরীভূত করার ক্ষেত্রে এটি খুব কার্যকরী হবে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার খুবই সহজ পথ আমি আপনার কাছে শিখেছি যে, নিজ ঘর থেকে শুরু করে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করুন। আপনার জন্য সারা পৃথিবীকে পরিবর্ত নের প্র য়োজন নেই, আপনি যাদের সাথে মেলামেশা করেন তাদের মাঝেই ভালোবাসা বন্টন করুন, তাদের সেবা করুন, তাহলেই পুরো সমাজ শান্তিতে ভরে যাবে। সত্যের সত্যিকার প্রচার হলো মানুষের উত্তম আদর্শ। তিনি আরো বলেন, বাল্টিমোরে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সমাজ গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের জন্য দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেছে। এটি খুবই অনুকরণীয় আদর্শ।

এরপর ভার্জিনিয়ার মসজিদ উদ্বোধন করা হয়। এ মসজিদের নাম হলো মসজিদে মসরূর। এক বন্ধু কোরি স্টুয়ার্ট, যিনি এ রাজ্যের রিপাবিলিকান দলের নির্বাচনী পদপ্রার্থী, তিনি বলেন, আমি যে বক্তৃতা শুনেছি তা অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ ছি ল। আমেরিকা এবং সারা পৃথিবীর'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে'-এ বাণী মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত এবং সে অনুসারে কাজ করা উচিত। বিশেষ করে পৃথিবীর অশান্ত পরিস্থি তিতে একান্ত আবশ্যকীয় বিষয় হলো ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রচার করা। অতএব এ মসজিদ আমাদের জন্য গর্বের কারণ, কেননা আপনারা দেশের জন্য অনেক কিছু করে থাকেন।

একজন অতিথী এল্যাক্স কেসে বলেন, আমি গভীর প্রভাব গ্রহণ করেছি। আপনার বাণী খুবই প্রভাবসৃষ্টিকারী ছিল। এক ভদ্রমহিলা শেনীন সাহেবা। নিউজার্সিতে তিনি সার্জিক্যাল কোঅর্ডি নেটর। তিনি বলেন, ইসলামের সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে

আমাকে পুনরায় অবহিত করা হয়েছে। আমার দৃষ্টিভঙ্গি হলো, গুটিকতক ব্যক্তির অপকর্মে র কারণে পুরো ধর্মকে অভিযুক্ত করা এমনিতেই অন্যায় থেকে কোন অংশে কম নয়।

এক ভদ্রমহিলা লরেন সাহেবা নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, আমি আনন্দিত যে, আমাকেও এখানে আমন্ত্রিত করা হয়েছে। এখানে এসে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে আমার অনেক কিছু জানার সুযোগ হয়েছে। মসজিদ এ এলাকায় একটি সুন্দর সংযোজন। এই মসজিদের পক্ষ থেকে আমাদের কোন ভয় নেই। এটি এক শান্তিপূর্ণ স্থান।

হুজুর (আই.) বলেন, আপনারা অধিকাংশই জানেন, এই মসজিদের উদ্বোধন ছাড়াও গুয়াতেমালায় হিউম্যানিটি ফার্স্টের একটি হাসপাতাল খোলা হয়েছে। এই হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানও ছিল। সেখানেও কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে পরিচিতি হয়েছে। সেখানকার একজন সাংসদ হাসপাতাল সম্পর্কেও খুবই ইতিবাচক মতামত, অনুভূতি বা দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন। জামা'তের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন যে, জামা'ত আমাদের দেশে হাসপাতাল খুলছে, বিভিন্ন কমিউনিটির সাথে ভালোবাসা ও ঐক্যের পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে।

রবার্ট কেনো সাহেব, প্যারাগুয়ের উপশিক্ষামন্ত্রি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করে তিনি বলেন, খুব ভালো অনুষ্ঠান ছিল। আমি সত্যিই খুবই অবাক হয়েছি যে, এটি এমন এক জামা'ত যারা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এটিকে পূর্ণতা দিয়েছে এবং অভাবীদের জন্য সবকিছু করেছে। মানুষের জন্য এটি ব্যবহারিক ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ। তিনি আরো বলেন, মানবতা যদি ভালোবাসার এই পন্থা অবলম্বন করে তাহলেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

গুয়াতেমালার একজন সাংবাদিক বলেন, যে বিষয়টি আমাকে বেশী অভিভূত করেছে তা হলো, ধর্মে কোন বলপ্রয়োগের সুযোগ নেই। আরেকটি বিষয় হলো, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যত্নবান হওয়া উচিত। আর আমাদেরও একে অপরের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত-এ বাণীই আহমদীয়া জামা'তের ইমাম আমাদেরকে দিয়েছেন। এছাড়াও, আমাদের সবার অধিকার সমান, সবার উন্নতমানের জীবনযাপনের সুযোগ হওয়া উচিত।

হুজুর (আই.) বলেন, গুয়াতেমালায় রিভিউ অব রিলিজিয়ন্সের স্প্যানিশ সংস্করণও আরম্ভ হয়েছে। স্পেনের দিকে যখন আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, আমাদের এখানকার একজন মুখলেস আহমদী গুয়াতেমালার ডেভিড সাহেব বলেন, আপনার দৃষ্টি স্পেনের দিকে নিবদ্ধ আছে যে, সেখানে ইসলাম প্রচার করতে হবে। তিনি গুয়াতেমালার প্রাথমিক আহমদীদের মধ্যে একজন। তিনি বলেন, স্পেনের জনসংখ্যা হলো চার কোটি অথচ আমাদের স্প্যানিশ ভাষাভাষী লোক সংখ্যা চল্লিশ কোটি, এদিকে আপনার দৃষ্টি নেই। এরপর সেখানে মিশনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। জামেয়ার ছাত্রদের সেখানে পাঠানো আরম্ভ হয়। এখন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

হুজুর (আই.) বলেন, গুয়াতেমালায় স্প্যানিশ ভাষাভাষী প্রতিবেশী দেশসমূহ থেকে আহমদীরাও অংশগ্রহণ করেছেন। হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বা আমার সাথে সাক্ষাতের জন্যও বলতে পারেন। তাদের আবেগ অনুভূতিও অত্যন্ত আন্তরিক। আবেগঘন বহুঅভিব্যক্তি রয়েছে যারা প্রথমবার যুগ-খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। খেলাফতের প্রতি ভালোবাসা তাদের চোখ এবং তাদের হৃদয় থেকেও উপচে পড়ছিল।

মেক্সিকো থেকে আগত একজন নতুন বয়আতকারী ভদ্র মহিলা লায়েরা মালদে সাহেবা তিনি বলেন, এসম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই যে, আমি আধ্যাত্মিকভাবে এবং আবেগঅনুভূতির দিক থেকে নিরাপদ বোধ করছি। অন্যান্য দেশের আহমদী ভাইবোনদের সাথে সাক্ষাৎ করে ঈমান সতেজ হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, যুগ-খলীফার পিছনে নামায পড়ে আমার ঈমান আল্লাহ্ এবং আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামে আরো দৃঢ় হয়েছে। আমি এ রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকার বাসনা রাখি। আল্লাহ্ করুন যেন এমনই হয়।

এরপর মেক্সিকোর একজন নতুন বয়াতকারী আহমদী এওয়ান ফ্রান্সিস্কো সাহেব বলেন, আমরা খলীফায়ে ওয়াক্তের কাছে বয়আত করেছি এবং সেখানে মসজিদে বয়আত অনুষ্ঠানও হয়েছে। এটি এমন এক মুহূর্ত ছিল যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তখন দৈহিকভাবে আমার এমন মনে হয়েছে যেন আমার পুরো শরীর গরম হয়ে যায় আর আমার ঘাম বের হওয়াআরম্ভ হয় আর এমন মনে হয় যেন এক বিদ্যুৎ প্রবাহ আমার শরীরে সঞ্চালিত হচ্ছে আর সঞ্চালনের সময় আমার ভেতরের সব পাপ সাথে নিয়ে গেছে। খোদার প্রতি আমরা যারপর নাই কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাদেরকে খেলাফত দান করেছেন। আমি জানি, ভালোর দিকে অগ্রসর হবার এটি আমার প্রথম পদক্ষেপ যা আমার মাঝে এক পরিবর্তন আনবে।

ইকুয়েডর এর নতুন বয়আতকারী এক আহমদী বলেন, খলীফায়ে ওয়াক্তের উপস্থি তিতে এক বিরল ধনভান্ডার আমি প্রদত্ত হয়েছি। আধ্যাত্মিক আনন্দ ও প্রশান্তির প্রেরণা আমার হৃদয়ে গ্রথিত হয়েছে। অনেক শান্তি লাভ করেছি। বয়আত চলাকালে তিনি যখন তাঁর পবিত্র হাত আমার হাতের ওপর রেখেছেন, এটি এমন এক সৌভাগ্য এবং অভিজ্ঞতা যা পূর্বে কখনো লাভ করি নি।

এরপর গুয়াতেমালার একজন নতুন বয়আতকারী সোলায়মান রোদো সাহেব বলেন, খলীফাতুল মসীহ্র গুয়াতেমালায় আগমন

আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্যের কারণ। আমাদের জামা'তের ওপর এটি খোদার কৃপা যে, তিনি এখানে এসেছেন। আমরা যখন জানতে পেরেছি যে, তিনি গুয়াতেমালা আসছেন, তখন আমাদের আনন্দের কোন সীমা ছিল না। আমার মাঝে এক আধ্যত্মিক দৃঢ়তা সৃষ্টি হওয়া আরম্ভ হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমি নিজের মাঝে অনেক পরিবর্তন অনুভব করছি। এরপর গুয়াতেমালারই এক ব্যক্তির নাম হলো ডুমিন্টিলো সাহেব। তিনি বলেন, আমি কেবুন জামা'তের সদস্য। খলীফায়ে ওয়াক্তের এখানে আগমনে আমি নিজেকে ঈমান এবং আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ পেয়েছি। আমি খুবই আনন্দিত যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে সময় অতিবাহিত করার আমার সুযোগ হয়েছে। তিনি মাত্র স্বল্পকাল পূর্বে আহমদী হয়েছেন। খুবই আবেগঘন কণ্ঠে আমাকে বলছিলেন যে, আমাদের এলাকায় অনেক দরিদ্র মানুষ রয়েছে। তারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করে। রাস্তাঘাটও নেই খুব একটা। দোয়া করুন আর মুবাল্লেগও প্রেরণ করুন যেন এই এলাকার মানুষ এবং আমার জাতির মানুষ আহমদী মুসলমান হয়। আর খোদার যে নেয়ামত এবং কৃপা আমার ওপর হয়েছে তাতে যেন আমার জাতিও ধন্য হয়। খুবই আবেগের সাথে দোয়ার অনুরোধ করেন। খোদা তা'লা করুন সেখানেও যেন জামা'ত বিস্তার লাভ করে।

মেক্সিকোর একজন নতুন বয়আতকারী ফুয়ুয খুসুস সাহেব বলেন, জামা'তের সাথে সম্পর্ক স্থাপন অনেক বড় একটি নেয়ামত। আমার সৌভাগ্য যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়া শুনেছেন। আমি অন্ধকারে ছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এবং আমার পরিবারকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছেন। নিজের জীবনে পরিবর্তন আনারসুযোগ আমার হয়েছে। আর আমি ইবাদত ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি এবং সন্তোষজনক উত্তর পেয়েছি।

হুজুর বলেন, অনুরূপভাবে আরো অনেক মহিলা এবং পুরুষ রয়েছেন, বিভিন্ন দেশ থেকে তারা এসেছেন। গুয়াতেমালার মানুষও ছিল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তারা এসেছিলেন। গভীর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ ছিল তাদের মাঝে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন। তাদেরকে প্র কৃত অর্থে আহমদী হওয়ার তৌফিক দিন।

যুক্তরাষ্ট্র মিডিয়া টীমের কভারেজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে যুক্তরাষ্ট্র মিডিয়া টীম খুব ভালো কাজ করেছে। প্র চার মাধ্যমের সাথে তাদের ভালো যোগাযোগও রয়েছে। আমেরিকায় টেলিভিশনের মাধ্যমে ২৮ লক্ষ ৬৯ হাজারের অধিক মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। রেডিও প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৫৩ লক্ষ ৯৮ হাজার মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। ডিজিটাল ফোরাম, ওয়েব সাইট এবং সোশাল মিডিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে ২০ লক্ষ মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। পত্র পত্রিকায় আমার সফরের প্রেক্ষাপটে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে ৪৫টি প্রবন্ধ ছেপেছে। এগুলোর মাঝে প্রসিদ্ধ পত্রিকা বাল্টিমোর সান, ফিলাডেলফিয়া এনকোয়ারার, রিলিজিওন নিউজ সার্ভিস এবং হিউস্টন ক্রনিক্যাল অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে তাদের ধারণা অনুযায়ী ১০ মিলিয়নের অধিক মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। গুয়াতেমালার জাতীয় টেলিভিশনে আমার সম্পর্কে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে । হাসপাতাল সম্পর্কে পরিচিতিমূলক রিপোর্ট বা প্রতিবেদনও তুলে ধরা হয়েছে। জাতীয় রেডিও চ্যানেলেও প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে এক ধারণা অনুসারে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে প্রচার মাধ্যম, পত্র পত্রিকা এবং টেলিভিশন চ্যানেল ইত্যাদির মাধ্যমে প্রায় ৩২ মিলিয়ন মানুষের কাছে নাসের হাসপাতালের উদ্বোধনের প্রেক্ষাপটে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। এছাড়া সোশাল মিডিয়া অর্থাৎ টুইটার, ইন্সটাগ্রাম এবং ইউটিউবের মাধ্যমে ২৩ লক্ষ মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সকল অর্থে এই সফর আশিসময় এবং সফল ছিল। আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতেও এর ইতিবাচক ফলাফল প্রকাশ করুন।

খোতবা জুমার শেষে হুজুর (আই.) বুর্কিনা ফাসোর সোয়াদোগো ইসমাঈল সাহেবের প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা করেন এবং জুমার নামাযের পর তাঁর গায়েবানা জানাযা পড়ান।

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 16 November 2018

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B